ভাতখণ্ডেজীর স্বরলিপি পদ্ধতি ॥

১) মন্দ্র, মধ্য ও তার-সপ্তকের ৭টি শুদ্ধ ও ৫টি বিকৃত স্বর ঃ

বিকৃত-স্বরের ক্ষেত্রে স্বরের নিচে রেখা, শুধু তীব্র মধ্যমের বেলায় মাথায় দাঁড়ি থাকে।

মন্দ্রসপ্তক ঃ সা রে রে গ গ ম ম প ধ ধ নি নি।

মধ্যসপ্তক ঃ সা রে রে গ গ ম ম প ধ ধ নি নি।

তারসপ্তক ঃ সা রে রে গ গ ম ম প ধ ধ নি নি।

২) ১ মাত্রায় ২টি স্বর সারে ; ৩টি স্বর সারেগ ; ৪টি স্বর সারেগম ইত্যাদি।

৩) একটি স্বর (কথা ছাড়া) একাধিক মাত্রা বোঝাতে হলে "ড্যাস্" চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, যেমন — গ রে — — ; ড্যাসের তলায় ইংরেজীর 's' চিহ্ন
শ্যা ম s s
দিয়ে কথা-শূন্য অবস্থা বা অবগ্রহ বোঝাতে হয়।

৪) স্পর্শ-স্বর বা কণ্-স্বরের জন্য স্বরের মাথায় বাঁ-দিকে বা ডান-দিকে (প্রয়োগ অনুসারে) ছোট অক্ষরের স্বর লিখতে হয় ; যেমন— মপ অথবা ধম ইত্যাদি।

৫) কোনো স্বরের কম্পন বোঝাতে গেলে সেই স্বরের দু'পাশে বন্ধনী চিহ্ন দিতে হয়, যেমন—(ম)=গমপম কিংবা পমগম।

৬) সম্ বা আরম্ভের জন্য × (গুণ-চিহ্ন) এবং ফাঁক বা খালির জন্য শূন্য (০) ব্যবহার করা হয়। তালের অক্ষর-মাত্রার বদলে তাল-মাত্রা ব্যবহার করা

করা হয়, যেমন ত্রিতালের ৩টি তালি ও ১টি খালিকে এইভাবে দেখানো হয়—

নি রে সা ম | গ ম প — | ধ প ম ধ | প—ম গ
×　　২　　০　　৩

বিষ্ণুদিগম্বরজীর স্বরলিপি পদ্ধতি ঃ

১) **মন্দ্র, মধ্য ও তার-সপ্তকের ৭টি শুদ্ধ ও ৫টি বিকৃত স্বর ঃ**

মন্দ্রসপ্তক ঃ সা রে্ রে গ্ গ ম ম্ প ধ্ ধ নি্ নি।

মধ্যসপ্তক ঃ সা রে্ রে গ্ গ ম ম্ প ধ্ ধ নি্ নি।

তারসপ্তক ঃ সা রে্ রে গ্ গ ম ম্ প ধ্ ধ নি্ নি।

২) ১ মাত্রায় ১টি স্বর, যেমন সা ; ১ মাত্রায় ২টি স্বর, যেমন রে সা ; ১ মাত্রায় ৩টি স্বর, যেমন সা রে গ বা সা রে গ অথবা সা রে গ ইত্যাদি।

৩) বাণী-বিহীন স্বরের রেশ (') ইন্‌ভার্টেড কমার সাহায্যে বোঝান হয়।

৪) অবগ্রহ বোঝানো হয় (.) বিন্দু-চিহ্ন দিয়ে।

৫) স্পর্শ-স্বর বা কণ্-স্বর বোঝানো হয় স্বরের মাথায় বাঁ বা ডানদিকে ছোট হরফের স্বর বসিয়ে। যেমন— পম বা মপ।

৬) ১ মাত্রা দেখানো হয় (—) ড্যাস চিহ্ন দিয়ে, ½ মাত্রা (০) শূন্য-চিহ্ন দিয়ে, ¼ মাত্রা (‿) শোয়ানো ব্র্যাকেট-চিহ্ন দ্বারা এবং ⅛ মাত্রা বোঝায় (‿‿) এই রকম চিহ্ন দিয়ে।

৭) সম্ বোঝানো হয় স্বরলিপির তলায় (১) সংখ্যা লিখে। খালি বা ফাঁক বোঝানো হয় (+) যোগ-চিহ্ন দ্বারা।